অধ্যাপক কাদেরবিহীন এক যুগ

গোলাপ মুনীর

পেছনে ফেলে আসা ৩ জুলাই ২০০৩। আর আজকের ৩ জুলাই ২০১৫। মাঝখানে গোটা বারো বছর, এক যুগ। এই এক যুগ কমপিউটার জগৎ পরিবারকে পথ চলতে হয়েছে এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের নেপথ্যচারী অগ্রদূত অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদেরবিহীনভাবে। কারণ, মহান আল্লাহ পাকের ঘোষিত অমোঘ নিয়মে আমরা থাকে হারিয়েছি ২০০৩ সালের ৩ জুলাইয়ে। কমপিউটার জগৎ পরিবারের প্রতিটি সদস্য অনুভব করি, বেদনায় সঙ্কুচিত হই তার এই অনুপস্থিতিতে। কারণ, তার জীবদ্দশায় তিনি কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিটি পাতা যে যত্নের ছোঁয়ায় প্রতিমাসে নিয়মিত বের করতেন, সে ছোঁয়া এখন অনুপস্থিত। এর ফলে আমরা আজকের দিনে তার অনুপস্থিতিতে শত সচেতনতার মাঝেও কমপিউটার জগৎ প্রকাশনায় তার যত্নলালিত সে ছোঁয়ার অভাব অনুভব করি বরাবর। মনে হয় তার অভাব যেনো পূরণ হওয়ার নয়। তবুও আমরা এই এক যুগ কমপিউটার জগৎ প্রকাশ করে আসছি তারই রেখে যাওয়া শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার মূলমন্ত্র ধারণ করে। তার শেখানো শিক্ষা ও আদর্শের তাগিদ ছিল– আমাদের কথা বলতে হবে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে। এজন্য কমপিউটার জগৎ-কে কেন্দ্র করেই গড়ে তুলতে হবে এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলন। আর কমপিউটার জগৎ হবে এই আন্দোলনের হাতিয়ার। আমরা বারবার আমাদের একটি বিশ্বাসের কথা জানাতে গিয়ে বলে থাকি– একটি পত্রিকা হতে পারে একটি আন্দোলনের হাতিয়ার। আর এই আন্দোলনকে সঠিক পথে ধাবিত করতে হলে নেতিবাচক সাংবাদিকতার কোনো অবকাশ নেই। অবকাশ নেই সরকার বা সরকারবিরোধী অন্য কোনো মহলের লেজুড়বৃত্তি করার। শুধু বিরোধিতার কারণেই বিরোধিতা করার সুযোগও ইতিবাচক সাংবাদিকতায় নেই।

আরেকটি বিষয় আমাদের নিয়মিত পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই জানেন, আমরা শুরু থেকে উপলব্ধি করেছিলাম তথ্যপ্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে কমপিউটার জগৎ-কে প্রচলিত সাংবাদিকতার অর্গল ভেঙে জন্ম দিতে হবে নতুন ধারার সাংবাদিকতার। এই উপলব্ধিকে সামনে রেখে আমরা আমাদের কর্মকাণ্ডকে নিছক পত্রিকা প্রকাশের মধ্যেই সীমিত রাখিনি। নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি আমরা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালা আয়োজন চালিয়ে গেছি বরাবর। আমরা যথাসময়ে যথাতাগিদটি দিতে ভুলিনি আমাদের নীতি-নির্ধারকদের। কখনও নীতি-নির্ধারকদের সাথে দেখা করে, কখনও সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে এসব তাগিদ আমাদের জানাতে হয়েছে। আমরা এ খাতে যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন, তাদের জাতির সামনে উপস্থাপন ও সম্মাননা প্রদান করে আসছি অকৃত্রিম আন্তরিকতায়। আমরা আয়োজন করেছি প্রোগ্রামিংসহ তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট নানা প্রতিযোগিতার। আয়োজন করেছি দেশের প্রথম কমপিউটার মেলা। আমরা আয়োজন করেছি এবং করছি অসংখ্য তথ্যপ্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট মেলা। অনেক ক্ষেত্রে আমরা পালন করতে পেরেছি অগ্রদূতের ভূমিকা। আমরা এখনও এসব কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছি। আমাদের সম্মানিত পাঠকমাত্রই জানেন, আগামী ১১-১২ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয়বারের মতো লন্ডনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইউকে-বাংলাদেশ ই-কমার্স ফেয়ার। বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি ডিভিশন, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক ও কমপিউটার জগৎ-এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হবে এ মেলা। এর আগে কমপিউটার জগৎ বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে প্রথমবারের মতো আয়োজন করে ই-কমার্স মেলা। পত্রিকা প্রকাশনার বাইরে এ ধরনের আন্দোলনমুখী কর্মকাণ্ড কমপিউটার জগৎ নতুন করে সূচনা করেনি, মূলত মরহুম আবদুল কাদেরই এ ধরনের বহুমুখী কর্মতৎপরতার সূচনা করে গিয়েছিলেন। আমরা তা অব্যাহত রাখছি মাত্র। ইনশাল্লাহ, আগামী দিনেও তা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি রইল সম্মানিত পাঠকবর্গের কাছে।

অধ্যাপক আবদুল কাদের

মরহুম আবদুল কাদের ছিলেন সত্যিকার অর্থেই একজন প্রচারবিমুখ মানুষ। ফলে সামগ্রিকভাবে তিনি জাতির কাছে যতটুকু পরিচিত হওয়ার কথা ততটুকু পরিচিতি তার নেই। আমরা সবাই স্বীকার করি, এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনে তার ভূমিকা অসমান্তরাল। তথ্যপ্রযুক্তি খাত-সংশ্লিষ্ট মানুষ তাকে অভিহিত করেন এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের অগ্রপথিক অভিধায়। কিন্তু আমরা জাতীয়ভাবে তার এই অবদানের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি জানাতে পারিনি। একই সাথে এরই মধ্যে তার ইন্তেকালের পর পুরো একটি যুগ পেরিয়ে গেছে। ফলে আজকের প্রজন্মের কাছে আবদুল কাদেরের স্মৃতি যেনো ক্ষয়ে যেতে চলেছে। হয়তো আগামী প্রজন্মের কাছে তার কোনো নাম-পরিচয়ের অবশেষ থাকবে না। তার ইন্তেকালোত্তর এক যুগ সময়ে বিভিন্ন সুধীজন তাদের লেখালেখি ও বক্তব্যের মাধ্যমে তার অবদানের স্বীকৃতি জাতীয়ভাবে ঘোষণার তাগিদ দিলেও এর বাস্তবায়ন আজও হয়নি। আসলে এর ফলে এটিই প্রমাণ হচ্ছে, আমরা সত্যিকারের গুণীজনদের সম্মান জানাতে কুণ্ঠিত। এ প্রবণতা যেকোনো জাতির জন্য আত্মহননেরই নামান্তর। এ প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না বলেই আমরা বিশ্বের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মতো একটি জাতিতে পরিণত হতে পারছি না। কবে এ প্রবণতার অবসান হবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। আমাদের অনেক তরুণ পাঠকেরই হয়তো মরহুম আবদুল কাদেরের সাথে তেমন কোনো পরিচয়সূত্র নেই। তাদের উদ্দেশে তার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য উপস্থাপনের তাগিদ অনুভব করছি।

অধ্যাপক আবদুল কাদেরের জন্ম ঢাকার লালবাগ, নবাবগঞ্জে, ১৯৪৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর। মৃত্যু ২০০৩ সালের ৩ জুলাই। বাবা মরহুম আবদুস সালাম ছিলেন লালবাগের স্থায়ী অধিবাসী। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান ছিলেন তিনি। তিন ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। পড়াশোনা ঢাকার লালবাগের ▸

নবাবগঞ্জ, নবাববাগিচা প্রাইমারি স্কুল, ওয়েস্ট অ্যান্ড হাই স্কুল, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৭০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৃত্তিকা বিজ্ঞানে এমএসসি ডিগ্রি নেন। তিনি কর্মজীবনে অংশ নেন বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কোর্সে : ঢাকার বিএমডিসি থেকে পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট কোর্স, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিশ্বব্যাংকের কমপিউটার ম্যানেজমেন্ট কোর্স, ঢাকার সাভারের বিপিএটিসি থেকে উন্নয়ন প্রশাসন কোর্স। এছাড়া নিয়েছেন কমপিউটার-বিষয়ক ২০টি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের ওপর প্রশিক্ষণ। শিখেছিলেন বেশ কয়েকটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজও।

কর্মজীবন শুরু ১৯৭২ সালের ১ অক্টোবরে, ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে। ১৯৯৫ সালের ২ আগস্ট পর্যন্ত তাকে দায়িত্ব পালন করতে হয় প্রভাষক হিসেবে। ১৯৮৪ সালের ৩১ নভেম্বর কলেজটি সরকারি করা হয়। ১৯৯২ সালের ২ আগস্ট পদোন্নতি পেয়ে হন সহকারী অধ্যাপক। ১৯৯৫ সালের ২ আগস্ট তাকে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে বদলি করা হয় পটুয়াখালী সরকারি কলেজে। সেখানে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৯৫ সালের ২০ নভেম্বর পর্যন্ত। এরপর দায়িত্ব পান নবায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পের উপ-পরিচালক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের কমপিউটার সেলের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার। সেখানে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৯৫ সালের ২০ নভেম্বর থেকে ১৯৯৭ সালের ২ জুলাই পর্যন্ত সময়ে। এরপর দায়িত্ব নেন একই অধিদফতরের নির্বাচিত সরকারি কলেজে কমপিউটার কোর্স চালুকরণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে। ২০০০ সালের ২২ জুলাই পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এরপর কিছুদিন ছুটি কাটিয়ে আবার কাজে যোগ দিয়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে তার অবসরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর কয়েক মাস আগে তিনি ৩ জুলাই ইন্তেকাল করেন।

কিন্তু তার এসব কর্মকাণ্ডের সবকিছুকে ছাপিয়ে তার সবচেয়ে বড় পরিচয় হয়ে উঠেছিল কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ হিসেবে। ১৯৯১ সালের মে মাসে তিনি মাসিক কমপিউটার জগৎ প্রকাশনা শুরু করেন মূলত তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ এক নতুন বাংলাদেশের স্বপ্নকল্প মাথায় রেখে। 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' স্লোগান নিয়ে তিনি শুরু করেন এই স্বপ্নকল্প পূরণের অভিযাত্রা। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি বাংলাদেশে সূচনা করেন অন্যরকম এক তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের, যে আন্দোলনের তিনি ছিলেন মধ্যমণি। আর সেই সূত্রেই তার হয়ে ওঠা এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ

কজ

কবে পাবেন আবদুল কাদের তার অবদানের স্বীকৃতি?

মইন উদ্দীন মাহ্‌মুদ

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম যারা আইসিটিতে পড়াশোনা করছেন বা আইসিটিসংশ্লিষ্ট পেশা বা ব্যবসায় করছেন বা যারা দেশের আইসিটির ব্যাপারে সচেতন, তারা হয়তো অনেকেই জানেন না বাংলাদেশের আইসিটি অঙ্গনে ক্রমোন্নতির প্রাথমিক অবস্থা কেমন ছিল, আইসিটি সম্পর্কে এ দেশের সাধারণ জনগণসহ সরকারি উচ্চপর্যায়ের সব কর্মকর্তার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন দেশের আইসিটিসংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বা খবরাখবর, প্রচার-প্রচারণায় আমাদের দেশের মিডিয়ার ভূমিকা কেমন ছিল অথবা কেমনই বা ছিল এ দেশের আইসিটি অঙ্গনকে এগিয়ে নিতে মিডিয়ার ভূমিকা।

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম যারা আইসিটিতে পড়াশোনা করছেন বা আইসিটিসংশ্লিষ্ট পেশায় বা ব্যবসায় করছেন বা দেশের আইসিটির ব্যাপারে সচেতন, তারা হয়তো জানেন না যে নব্বইয়ের দশকে এ দেশের সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে মিডিয়াসহ রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণী মহলের প্রায় সবাই মনে করতেন এ দেশে কমপিউটারের ব্যাপক বিস্তার হলে দেশে বেকারত্বের হার শুধু বেড়েই যাবে না বরং সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কর্মরত যারা আছেন, তাদের অনেকেরই চাকরিচ্যুত হবেন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের শীর্ষস্থানীয় নীতি-নির্ধারকদের মনে ছিল কমপিউটার-ভীতি। আর এ কারণে সরকারি পর্যায়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অনেকেই সদর্পে কমপিউটারকে 'শয়তানের বাক্স' হিসেবে অবিহিত করেছিলেন। এরা ছিলেন কমপিউটারের ব্যাপক ব্যবহারের বিরুদ্ধে।

এমনই এক বৈরী পরিবেশে প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রযুক্তিপ্রেমী আবদুল কাদের বাংলায় তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক এক পত্রিকা প্রকাশে সিদ্ধান্ত নেন, যা ছিল সে সময় খুব দুঃসাহসিক কাজ। তার এ সিদ্ধান্তের কথা সে সময় এ দেশের শীর্ষস্থানীয় আইসিটি ব্যক্তিত্বদের জানালে তারা কেউ তাকে উৎসাহ বা সমর্থন দেয়নি বরং নিরুৎসাহিত করেছে। তারপর তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল থেকে 'কমপিউটার জগৎ' নামের পত্রিকাটি প্রকাশ করা শুরু করেন। যেহেতু তিনি প্রথম থেকে এ পত্রিকাটিকে একটি আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, তাই কমপিউটার জগৎ-এর প্রথম প্রকাশনা শুরু করেন 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' স্লোগান নিয়ে।

লেখক ও অন্যান্য আইটিবিষয়ক বই এবং পত্রিকার প্রেরণার উৎস

শুরু থেকেই আমি কমপিউটার লাইনের পুরো ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলাম। পাশাপাশি কমপিউটার জগৎ পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকেই এর সব কর্মকাণ্ডের সাথে ছিলাম এবং আজো এর সাথে জড়িত আছি সহযোগী সম্পাদক হিসেবে।

সেই সূত্রেই জেনেছি, আইটিবিষয়ক লেখক সৃষ্টি ও নতুন নতুন আইটি ম্যাগাজিনের প্রেরণার উৎস ছিলেন আবদুল কাদের। কমপিউটার জগৎ পত্রিকা প্রকাশের সম্ভবত মাস দুয়েক আগে অধ্যাপক আবদুল কাদের তার এক ঘনিষ্ঠ স্কুলবন্ধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. ভূঁইয়া ইকবালের ছোটভাই ভূঁইয়া ইনাম লেলিনকে কমপিউটার জগৎ-এর প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিয়োগ দেন। যিনি পরবর্তী সময়ে 'কমপিউটার বিচিত্রা' নামে আরেকটি কমপিউটারবিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন সম্ভবত ১৯৯৫ সালে। কমপিউটার জগৎ প্রকাশনার কয়েক মাস পর কমপিউটার লাইনের ছাত্র মো: তারেকুল মোমেন চৌধুরী সহকারী সম্পাদক হিসেবে কমপিউটার জগৎ-এ যোগ দেন। তিনি পরবর্তী সময়ে 'কমপিউটার ভুবন' নামে পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন সম্ভবত ১৯৯৭-৯৮ সালে। ১৯৯২ সালে বুয়েটের ছাত্র জাকারিয়া স্বপন কমপিউটার জগৎ-এ সহযোগী সম্পাদক হন। তিনিও বছর দুয়েক পরে 'কমপিউটিং' নামে পত্রিকার সাথে যুক্ত হন নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে। অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদেরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রতিবেশীর ছেলে ইকো আজহার ঢাকা ভার্সিটির কমপিউটার সায়েন্সের ছাত্রাবস্থায় কমপিউটার জগৎ-এ লেখালেখি শুরু করেন। পরে এই পত্রিকার প্রথমে সহযোগী ও পরে কারিগরি সম্পাদক হন। এরপর তিনি ইত্তেফাক পত্রিকার কমপিউটারের পাতা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। গোলাম নবী জুয়েল ১৯৯২ থেকে কমপিউটার জগৎ-এ লেখালেখি শুরু করে এর লেখক-সম্পাদক হিসেবে উন্নীত হন। গোলাম নবী জুয়েল পরে কমপিউটার বিচিত্রার সাথে সম্পৃক্ত হন এবং সেখানে নিয়মিতভাবে লেখালেখি শুরু করেন। এভাবে শামীমুজ্জামান প্রমি, মোস্তফা স্বপন, হাসান শহীদ, শামীম আখতার তুষার, ফাহিম হুসাইন, ইথার হান্নান, জেসান রহমান, ওমর আল জাবির মিশো, আবু সাঈদ, শোয়েব হাসান, নাদিম আহমেদ, জিয়াউস শামছ– এমনি একঝাঁক প্রতিশ্রুতিশীল তরুণের কমপিউটার বিষয়ে লেখালেখির হাতেখড়ি অধ্যাপক আবদুল কাদেরের কাছে। তেমনি বেশ কিছু কমপিউটারবিষয়ক পত্রিকার পরোক্ষভাবে প্রেরণার উৎসাহ ছিলেন অধ্যাপক আবদুল কাদের। সুতরাং বলা যেতে

পারে, অধ্যাপক আবদুল কাদেরের তথা কমপিউটার জগৎ-এর অন্যতম একটি সাফল্যের দিক হলো আইটিসংশ্লিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক তৈরিতে বিরাট ভূমিকা রাখা। বর্তমানে আইটিতে যারা লেখেন বা সিনিয়র লেখক বা এ ক্ষেত্রে মূলধারার লেখক আছেন যাদের আইটি সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না, অধ্যাপক আবদুল কাদের তাদেরকে দিয়ে আইটিবিষয়ক লেখালেখি করিয়েছেন। পরে তাদের অনেকেই এখন আইটি বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। বর্তমানে অনেক আইটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে এবং অনেক দৈনিকে নিয়মিতভাবে আইটি বিষয়ে কিছু অংশ বরাদ্দ করা হয়েছে, যার প্রেরণার উৎস হচ্ছেন অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদের। শুধু আইসিটি বিষয়ে যে সাংবাদিকতা চলতে পারে, তারও পথপ্রদর্শক অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদের। আজ দেশে প্রচুর প্রতিষ্ঠিত আইটি সাংবাদিক রয়েছেন। এসব সাংবাদিকের একটি ফোরামও সফলভাবে কাজ করছে।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে বা দাবি আকারে উপস্থাপন করতে তিনি নিজে না লিখে দেশের বিখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্টদের দিয়ে কমপিউটার জগৎ-এ লিখিয়েছেন। সেজন্য তিনি এসব প্রখ্যাত সাংবাদিককে প্রয়োজনীয় রসদ বা তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় গাইডলাইন দিতেন।

পাঠক সৃষ্টিতে আবদুল কাদের

কমপিউটার জগৎ যখন তার প্রকাশনা শুরু করে, তখন বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে কমপিউটার সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা ছিল না। শুধু তাই নয়, শিক্ষিত সমাজের অনেকেই মনে করতেন কমপিউটারের ব্যাপক প্রসার হলে দেশে বেকারত্ব ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের শীর্ষস্থানীয় নীতি-নির্ধারকদের মনে ছিল কমপিউটার-ভীতি। এরা ছিলেন কমপিউটারের ব্যাপক ব্যবহারের বিরুদ্ধে। এমন অবস্থায় কমপিউটারসংশ্লিষ্ট বাংলা পত্রিকা বের করা রীতিমতো এক দুঃসাহসিক কাজ ছিল।

যেহেতু আবদুল কাদের কমপিউটার বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করতেন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে কমপিউটারের চলমান প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা রাখতেন, তাই কমপিউটার জগৎ-এর প্রকাশনার শুরু থেকেই এমন সব বিষয়ে লেখার পরিকল্পনা করেন, যা ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা পায় এবং কমপিউটার সম্পর্কে জনমনে ভীতি দূর হয়।

অধ্যাপক আবদুল কাদের কমপিউটার জগৎ প্রকাশনার শুরু থেকে পরিকল্পনা করেন কমপিউটারের সুফল জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দিতে। সেজন্য দরকার ছিল কমপিউটার প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামগুলোর ওপর বাংলা ভাষায় সহজবোধ্য করে কিছু বই প্রকাশ করা। কমপিউটার প্রযুক্তিবিষয়ক বাংলা বই প্রকাশ সে সময় ছিল এক দুঃসাহসিক কাজ। এমনকি তা কল্পনা করাও ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। আবদুল কাদের সাহসিকতার সাথে ৮টি বিষয়ে বাংলায় বই প্রকাশের উদ্যোগ নেন। সেগুলো ছিল– ডস, ওয়ার্ডস্টার, লোটাস, ডিবেজ, উইন্ডোজ, ওয়ার্ড পারফেক্ট, ট্রাবলশুটিং ও ডিটিপি। তিনি এই বইগুলো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বাইরে বিক্রি না করে কমপিউটার জগৎ-এর গ্রাহকদের ফ্রি দিতেন। এই বইগুলো প্রকাশের পরপর তিনি পত্রিকায় এক ঘোষণা দেন, যা নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত হতো। ঘোষণাটি ছিল এমন– 'কেউ এ পত্রিকার এক বছরের গ্রাহক হলে পছন্দমতো বিনামূল্যে যেকোনো দুটি বই ফ্রি পাবেন। এই গ্রাহক যদি অপর কাউকে গ্রাহক করেন, তাহলে তিনি আরও দুটি বই ফ্রি পাবেন এবং নতুন গ্রাহকও অনুরূপভাবে তার পছন্দমতো দুটি বই ফ্রি পাবেন।' এভাবে রাতারাতি কমপিউটার জগৎ-এর গ্রাহক সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়, যা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল। বলতে বাধা নেই– আমি, ভূঁইয়া ইনাম লেলিন ও তারেকুল মোমেন চৌধুরী প্রবলভাবে মরহুম আবদুল কাদেরের এ কার্যক্রমের বিরোধী ছিলাম। আমরা তিনজনই এমন কার্যক্রমকে নিছকই পাগলামো মনে করতাম। কেননা, সে সময় কমপিউটার জগৎ-এর আয়ের তুলনায় ব্যয় অনেকগুণে বেড়ে গিয়েছিল এবং আমাদেরকে

হাজীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অধ্যাপক আবদুল কাদের

প্রচন্ডভাবে আর্থিক সঙ্কটে পড়তে হয়েছিল। তিনি শুধু আমাদের বলতেন, 'প্রথমে জাতিকে সেবা দাও, সব সময় ব্যবসায় করতে চেয়ো না'। তিনি মনে করতেন, পাঠক বাড়লে কমপিউটারের ব্যাপারে জনসচেতনতা যেমন বাড়বে, তেমনি এ সংশ্লিষ্ট যৌক্তিক দাবিগুলোর প্রতি জনসমর্থনও বাড়বে, যা প্রযুক্তি আন্দোলনকে বেগবান করবে। আর এ কারণেই তিনি নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে বিনামূল্যে গ্রাহকদের বই দেয়ার মতো পাগলামিটা করে গেছেন, যা প্রকারান্তরে দেশে আইসিটিবিষয়ক পাঠক সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, বর্তমানে দেশে বাংলায় আইটিবিষয়ক যেসব বই প্রকাশিত হচ্ছে তার প্রেরণার উৎসও হলেন আবদুল কাদের।

অন্যান্য পত্রিকা ও আইটিবিষয়ক সাংবাদিক সৃষ্টিতে আবদুল কাদের

মরহুম আবদুল কাদের যেমনি ছিলেন অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, তেমনি ছিলেন প্রচারবিমুখ। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে বা দাবি আকারে উপস্থাপন করতে তিনি নিজে না লিখে দেশের বিখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্টদের দিয়ে কমপিউটার জগৎ-এ লিখিয়েছেন। সেজন্য তিনি এসব প্রখ্যাত সাংবাদিককে প্রয়োজনীয় রসদ বা তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় গাইডলাইন দিতেন। এজন্য আবদুল কাদেরকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতি-নির্ধারণী মহলের কাছে এবং জনগণের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলার উদ্দেশ্যে তিনি এসব প্রখ্যাত সাংবাদিককে দিয়ে নিয়মিতভাবে কমপিউটার জগৎ-এ লিখিয়েছেন, যাতে সব মহলে দাবিগুলো গ্রহণযোগ্যতা পায়। কমপিউটার জগৎ-এ নিয়মিতভাবে আইটিবিষয়ক লেখালেখি করে অনেকে রীতিমতো আইটি বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। এসব বিখ্যাত সাংবাদিকের মাঝে অন্যতম হলেন নাজিম উদ্দিন মোস্তান, আবীর হাসান, আজম মাহমুদ, কামাল আরসালান, তাজুল ইসলাম, আবদাল হোসেন, গোলাপ মুনীর প্রমুখ।

উপরোল্লিখিত আলোচনায় বলা যায়, বাংলায় আইটিবিষয়ক ম্যাগাজিন সৃষ্টির প্রেরণার উৎস যে কমপিউটার জগৎ তথা আবদুল কাদের ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বরং বলা যায়, বাংলাদেশে বাংলায় আইটিবিষয়ক প্রকাশনার সৃষ্টির প্রসব-বেদনা ভোগ করেছেন আবদুল কাদের। পরবর্তী পর্যায়ে যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, প্রচারণার ক্ষেত্রে তাদেরকে তেমন কোনো বেগ পেতে হয়নি। একটি পত্রিকা টিকে থাকার জন্য বিশেষ করে আইটিবিষয়ক পত্রিকাকে যে বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হয়, সেই পথ পাড়ি দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলার পথ মসৃণ করে দিয়ে গেছেন অধ্যাপক আবদুল কাদের। এর ফলে পরে যেসব পত্রিকা বের হয় সেসব পত্রিকাকে তেমন কোনো বেগ পেতে হয়নি। কেননা, সেসব পত্রিকা মূলত আবদুল কাদেরের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে গেছে।

৩ জুলাই ২০১৫ অধ্যাপক আবদুল কাদেরের দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে লিখতে গিয়ে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে মনে হয়েছে, বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ বলে খ্যাত ও মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদের তেমনি একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি তার কর্মসূত্রেই একুশে পদক কিংবা স্বাধীনতা পদক অন্যান্য পদক পাওয়ার দাবি রাখেন কজ